১৩-০৪-১৮ প্রাত: মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের ডবল অহিংসক হতে হবে, মন - বচন এবং কর্মে তোমরা কখনোই কাউকে দুঃখ দিতে পারো না"

প্রশ্ন :- কল্প - কল্প যে বাচ্চারা বাবার থেকে সম্পূর্ণ অবিনাশী আশীর্বাদী বর্সা নিয়েছিল, তাদের নিদর্শন কি ?

উত্তর :- তারা পতিত সঙ্গ ত্যাগ করে বাবার থেকে সম্পূর্ণ অবিনাশী আশীর্বাদী বর্সা নেওয়ার জন্য শ্রীমত অনুযায়ী চলতে শুরু করবে । বাবার প্রথম নির্দেশই হলো, গৃহস্থ জীবনে থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র থাকো, তারা এই নির্দেশে সম্পূর্ণ চলবে । কখনোই এই প্রশ্ন উঠবে না যে, তাহলে এই দুনিয়া কিভাবে চলবে ? তাদের নিজেদের মধ্যে কখনোই কোনো ক্রিমিনাল অ্যাসল্ট হবে না । তারা নিজেদের শিব বাবার পৌত্র এবং ব্রহ্মা বাবার সন্তান মনে করে ভাই - বোনের মতো চলবে ।

গীত :- মাতা ও মাতা তুমিই সকলের ভাগ্য বিধাতা .....

ওম্ শান্তি । বাচ্চাদের এখন কারোর মহিমাই করা উচিত নয় । ভক্তরা মহিমা করে, এই গীত ভক্তিমার্গের মানুষ মাম্মার মহিমাতে গেয়েছে । কিন্তু সেই বেচারারা এটা জানে না যে, মাম্মা কি এমন সেবা করেছিলেন । যা হয়ে এসেছে, সেই মহিমাই তারা গায় । বাস্তবে কিন্তু মহিমা একজনেরই গাওয়া হয় । সেই একজনই বসে বাচ্চাদের পড়ান আর তাদের এমন বানান । তোমরাও তার সন্তান যারা ভারত তথা এই বিশ্বের সেবা করো । তোমরা ভারতেরই মহিমা করো । এই চিত্রও এই ভারতেরই । জগদম্বার পূজাও এখানেই বেশী হয় । ভারতের বাইরে এই পুজো হয় না । কোথায় না কোথায় শিবের চিত্র আছে কিন্তু মানুষ কিছুই বোঝে না । বাস্তবে মহিমা হলো শিবের । প্রথমে শিব বাবা তারপর জগদম্বা আর জগতপিতার মহিমা হয় । বাবার থেকেই সকলে শ্রীমত পায় । দিলওয়ারা মন্দিরে সকলের চিত্র নেই । বাচ্চারা তো অনেক সংখ্যায় । তোমরা সমস্ত বাচ্চারাই তো রাজযোগ শিখছো । চিত্র তো অল্প কয়েকজনেরই আসবে ।

তোমরা জানো যে, বাবা আমাদের স্বর্গের মালিক বানান । শিব বাবা এনার মধ্যে বসে আছেন । আগের কল্পেও পরমপিতা পরমাত্মা তোমাদের এমন রাজযোগই শিখিয়েছিলেন । এখন প্র্যাকটিক্যাল বুদ্ধিতে এমনই মনে হয় । যখন অন্যেরা শোনে , কেউ বলে সম্পূর্ণ সঠিক, কেউ আবার বলে, আমরা কিভাবে মানবো ? সকলেই একরকম নয়, কেউ যখন নতুন আসে তখন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয় --- :গড ফাদারের নাম কখন শুনেছো ? কবে ভগবানের নাম শুনেছো ? এমন কোনো মানুষই নেই যে বলবে, আমরা গড ফাদারকে স্মরণ করি না কারণ এখন সমস্ত মানুষই দুঃখী তাই তারা অবশ্যই পরমাত্মাকে স্মরণ করে । সত্যযুগে এমন কেউই বলবে না যে, হে পতিত পাবন এসো । দুঃখে সবাই স্মরণ করে, সুখে কেউই স্মরণ করে না । দুঃখে মানুষ কাকে স্মরণ করে ? এককেই । যদিও বা স্মরণ করে কিন্তু তাঁকে কেউই জানে নাকেবল মহিমা করে ।

এখানে তো সমস্ত ধর্মের সার কথা । বলা হয়, ধর্মই হলো শক্তি । কোন্ ধর্মে এমন শক্তি আছে ? সমস্ত ধর্মে এমন শক্তি নেই । বাবা এসেই এক দেবী - দেবতা ধর্ম স্থাপন করেন । বাবাকে বলা হয়

সর্বশক্তিমান । তাহলে তিনি যে ধর্ম স্থাপন করবেন, তাতেও শক্তি থাকবে । তোমরা জানো যে, আমরা দেবতা ধর্মের হতে চলেছি তাহলে আমাদের মধ্যে কতো শক্তি আসে । আমরা বাবার থেকে রাজত্ব নিয়ে থাকি । আমরা কখনোই হিংসা করি না । সত্যযুগে দুরকম হিংসা হয় না । এক কাম কাটারির হিংসা, দ্বিতীয় কারোর উপর ক্রোধ করা, কোনো খারাপ কথা বলা, এও তীর চালানো । একেও ভায়োলেন্স বলা হয় । তোমরা কাউকেই দুঃখ দিতে পারো না । বাবা কতো সুন্দর ভাবে শেখান । সবাইকে তোমরা সুখী করো । মুখ্য বিষয় কাম কাটারি চালানো - এ হলো সবথেকে বড় হিংসা । বন্দুক চালানো , কাউকে মারা -- এও হিংসা । কোনো প্রকারেই কাউকে দুঃখ দেওয়া হলো হিংসা তাই বাবা বলেছেন কাম হলো মহাশত্রু । এই গায়নও আছে যে - অহিংসা পরম দেবী দেবতা ধর্ম । এতে দুই ধরনের হিংসা ছিলো না । কখনোই তারা কাউকে মন - বচন এবং কর্মে দুঃখ দিতেন না । বাবা এসেই এমন স্বর্গের স্থাপনা করেন । আগের কল্পেও তিনি করেছিলেন, এখন আবার করছেন । কাউকে মারা, পেটা, ক্রোধ করা --- সবার থেকে দূরে সরিয়ে দেয় । এখানে মুখ্য বিষয় হলো পবিত্রতার, এই কারণেই রাখী বন্ধনের গায়ন আছে । বোনেরা বসে ভাইয়েদের হাতে রাখী বাঁধে যে কাম কাটারি চালিও না । কিন্তু মানুষ এর অর্থ বুঝতে পারে না । তোমরা হলে ব্রহ্মার সন্তান, শিবের পৌত্র । তাহলে তোমরা তো ভাই - বোন হয়ে গেলে । নিজেদের মধ্যে কখনো ক্রিমিনাল অ্যাসল্ট করতে পারো না । এ হলো পবিত্র হওয়ার যুক্তি । ভাই বোন কখনোই নিজেদের মধ্যে বিয়ে করতে পারে না । তাহলে বাবা বোঝান, কল্প - কল্প যারা আশীর্বাদী বর্সা নিয়েছিলো তারাই শ্রীমতে চলে । অধর কুমারী, কুমারী কন্যাদেরও মন্দির আছে । গৃহস্থ জীবন থেকে বেরিয়ে বাবার বাচ্চা হলে, তাদের অধর বলা হয় । অবশ্যই সব হয়ে গেছে, এখন আবার প্র্যাকটিক্যাল হচ্ছে । এমন ভেবো না যে, আমরা পবিত্র হলে সৃষ্টি কিভাবে চলবে । এখন এ তো পতিত দুনিয়া হয়ে গেছে । এখন পবিত্র দুনিয়া চাই । পতিত দুনিয়া তো চলতেই থাকে, বন্ধ হয় না । তাই তোমাদের পতিতদের সঙ্গ ছাড়তে হবে । বাবা এসেই বিকারী দুনিয়ার রচনা বন্ধ করান । সত্য
যুগে নির্বিকারী দুনিয়া শুরু হবে ।

বাবা এসেই বাচ্চাদের নির্দেশ দেন, তারপর কেউ মানুক বা না মানুক । শ্রীমত ভগবান উবাচঃ । ভগবান তাঁর বাচ্চাদের বসে পড়ান । তিনি তাদের কি তৈরী করবেন ? অবশ্যই ভগবান - ভগবতী তৈরী করবেন । যিনি যেমন, তিনি তেমনই বানাবেন । নিরাকার ভগবান বসে নিরাকার আত্মাদের এই শরীরের মাধ্যমে পড়ান । এ হলো বাবার লং বুট । বাবার তো একটা শরীর চাই । এনার শরীর রূপী জুতো পুরানো হয়ে গেছে । যখন নতুন ছিলো তখন গৌরী ছিলো এখন কালী হয়ে গেছে । বাবা বুঝিয়েছেন, তোমরা এই সময় শ্যাম হয়ে গেছো এরপর তোমরা সুন্দর হও । এই সময় প্রত্যেকেই শ্যাম হয়ে গেছে । তাঁকে ৮৪ জন্ম নিতে হবে । কৃষ্ণ প্রথমে সুন্দর ছিলো । ধীরে ধীরে তাঁর সৌন্দর্য কমে গিয়েছিলো । কৃষ্ণের চিত্রও আছে যে, নরককে পদাঘাত করছে আর তাঁর এক হাতে স্বর্গ । তিনি বলেন, আমি স্বর্গে সুন্দর ছিলাম, আর নরকে শ্যাম হয়ে গেছি তাই সেই নরকে পদাঘাত করি । যারা সূর্যবংশী ঘরানায় ছিলো তারা সব সুন্দর ছিলো । সমস্ত সাম্রাজ্যই রাজত্ব করতো । এখন সবাই কালো হয়ে গেছে তাই শ্যাম সুন্দর নাম চলে এসেছে । প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের আত্মা জন্ম নেন । কৃষ্ণের সঙ্গে সমস্ত রাজধানী থাকে । সবাই আবার গোরা হওয়ার জন্য এখন পুরুষার্থ করছে । মানুষ বলে কালীদহে সর্প দংশন করেছিলো । সেও এখনকারই কথা, মায়া সর্প সকলকেই দংশন করে । মায়া সকলকেই কালো বানিয়ে দিয়েছে । বাবা আবার সবাইকে গোরা করেন । স্বর্গে এমন কিছু হয় না । সেখানে সবাই ২১ জন্ম সুখী থাকে । কখনোই অকালে মৃত্যু হয় না । এখন দৈবী রাজধানী স্থাপন হচ্ছে । বাবা এসে

সকলকেই রাজ্য ভাগ্য দেন । আর কোনো ধর্ম স্থাপকরা রাজ্য ভাগ্য দেন না । ইব্রাহিম, বুদ্ধ আদি, এরা রাজত্ব স্থাপন করেন না । তাঁরা কেবল ধর্ম স্থাপন করেন, পরে সেই ধর্মের বৃদ্ধি হতে থাকে । বাস্তবে তাঁদের গুরুও বলা হয় না কারণ গুরু করা হয় সদ্গতি করার জন্য । তাঁরা তো আসেন ধর্ম স্থাপন করতে নাকি সদ্গতি করতে ? তাঁদের পিছনে তাঁদের ধর্মের আত্মারা নীচে নামতে থাকে । তাই বাস্তবে গুরু কাউকেই বলা যায় না । এক শিব বাবাই সবার সদ্গতি করেন । তাঁর জন্য এমন বলা হবে না যে, তিনি জন্ম নেন, এ সম্পূর্ণ ভুল । তিনি অবতরিত হন । জন্ম নেওয়ার অর্থ হলো গর্ভতে আসা । আমি গর্ভে জন্ম নিই না । আমি অবতরিত হই । কিন্তু আমি কিভাবে আসি তা কেউই বুঝতে পারে না । আমি পরমধাম থেকে এসে এর শরীরে প্রবেশ করি । আমার তো শরীর চাই, তাই না । আর বড়দের শরীর চাই । ছোটোদের শরীর তো তেমন কথা বলতে পারবে না । আমি কোনো অনুভবী রথের অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে, তাঁর বাণপ্রস্থ অবস্থায় প্রবেশ করি । গীতায়ও এই কথা আছে যে, আমি এঁর জন্মকে জানি । ইনি এনার নিজের জন্মকে জানতেন না । এখন তো তিনি তা জানেন । একবার আমি বলে দিচ্ছি ---প্রথমে ইনি দেবতা ছিলেন, তারপর যখন ৮৪ জন্ম নিতে নিতে অন্তিম শরীরে আসেন, তখনই আমি এনার শরীরে প্রবেশ করি । এ হলো কল্যাণকারী জন্ম । বাবা এসে এনার দ্বারাই পড়ান, তাই ইনি মাতাও হলেন । বাস্তবে ইনি হলেন মাতা কিন্তু সার্ভিস পিতার রূপে করেন, তাই মাম্মাকে নিমিত্ত করেছেন । তোমরা বাচ্চারাও এনার সঙ্গে নিমিত্ত হও । তোমরাও সবাইকে স্বর্গবাসী হওয়ার উপায় বলে দাও ।

মানুষ মারা গেলে বলে যে - স্বর্গবাসী হয়েছেন । সেই মানুষ কিন্তু পুরুষার্থ করে না । আমরা তো স্বর্গবাসী হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করি । সত্যযুগে ছিলেন লক্ষ্মী - নারায়ণ, তাঁদের স্বর্গের মালিক কে বানিয়েছেন ? অবশ্যই তাঁরা এমন ছিলেন না, তাই বানিয়েছেন । এতে অসুবিধার কোনো কথাই নেই । বাবা কেবল এই রায়ই দেন, গৃহস্থ জীবনে থেকে এই অন্তিম জন্মে পবিত্র হও । এখন পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হবে । সত্যযুগে কেউ রাবণকে জ্বালায় না । মানুষ বলে যে এই আচার অনাদি কাল থেকে চলে আসছে, কিন্তু কবে থেকে চলে আসছে, তা কেউ জানে না । দ্বাপর যুগ থেকে রাবণকে জ্বালানো শুরু হয়েছে । রাবণের কোনো ঠিকানা নেই কিন্তু শিববাবার ঠিকানা হলো পরমধাম । রাবণের ধাম কোথায় ? সে সকলের মধ্যেই প্রবেশ করে । তার কোনো একটা নির্দিষ্ট ঠিকানা নেই । যখন রাবণ রাজ্য সম্পূর্ণ হবে, সকলেই পবিত্র হয়ে যাবে তখন আর রাবণের নাম - নিশানা থাকবে না । রাম আর রাবণ দুই আলাদা । রাম স্বর্গ স্থাপন করেন আর রাবণ দুঃখী করে । আমি কখনোই সর্বব্যাপী নই । রাবণ হলো সর্বব্যাপী, তারপর আমি এসে এই ভূতকে বের করি । এই ভূত সকলকেই দুঃখ দেয় । আমি তোমাদের এই ভূতের উপর বিজয় পাইয়েই স্বর্গের মালিক বানাই । তোমরা বাচ্চারা সকলেই স্বর্গবাসী হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো । দুনিয়ার মানুষ বলে, উনি স্বর্গবাসী হয়েছেন । তাহলে আবার তারা কাঁদে কেন ? সেখানে তো বৈভবই বৈভব । মানুষের তো স্বর্গের কথাই স্মরণে আসে । কিন্তু পুনর্জন্ম আবার সেই নরকেই নেয় । তোমরা যখন সত্যযুগে থাকবে তখন তোমাদের পুনর্জন্ম সত্যযুগেই হবে । এখন নরকের পরিবর্তন হয়ে স্বর্গ আসবে । দুঃখের দুনিয়ার পরিবর্তন হয়ে সুখের দুনিয়া আসবে । এখন সবাইকে সুখী করার জন্য সকলের সদ্গতিদাতা এসেছেন । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) ডবল অহিংসক হয়ে মন , বচন এবং কর্মে কাউকেই দুঃখ দেবে না । সত্য পবিত্রতার রাখী বাঁধতে হবে ।

২) পতিত সঙ্গ ত্যাগ করে এক বাবার নির্দেশে চলতে হবে । স্বর্গের মালিক হওয়ার জন্য বিকার ভূতের উপর বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে ।

বরদান :- সম্মান চাওয়ার পরিবর্তে সর্বদা উচ্চ স্থিতিতে থাকা সকলের পূজনীয় হও

কোনো কোনো বাচ্চা মনে করে আমরা তো এগিয়ে যাচ্ছি কিন্তু অন্যে আমাদের সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সম্মান দেয় না । কিন্তু সম্মান চাওয়ার পরিবর্তে নিজেকে নিজে সম্মান করো তাহলেই অন্যরাও স্বত: সম্মান করবে । নিজেকে সম্মান করার অর্থ নিজেকে সর্বদা মহান এবং শ্রেষ্ঠ আত্মা অনুভব করা । মূর্তি যেমন আসনে থাকলে তা পূজনীয় থাকে । তেমন তোমরাও তোমাদের উচ্চ আসনে স্থিত হও তাহলেই পূজনীয় হতে পারবে । সবাই নিজে থেকেই সম্মান করবে ।

স্লোগান :-- মায়াকে তিরস্কারকারীরাই সবার সৎকারী হয় ।